মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

প্রধান শিক্ষক

তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

**স্বাধিন দেশ**

আমরা চাই এমন একটি

স্বাধীন দেশ,

যেখানে থাকবে না

কোন হিংসা বিদ্বেষ।

আমরা চাই এমন একটি

স্বাধীন দেশ,

যেখানে থাকবে না

কোন হানাহানি, খুন,খারাপি

যেখানে থাকবে না

কোন জালিমের অত্যাচার

আমরা চাই এমন একটি

স্বাধিন দেশ

যেখানে থাকবে

ভালবাসা, মমতা বোধ,

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্নান ।

এমন একটি স্বাধিন দেশ

চাই আমরা।

**একুশে ফ্রেরুয়ারী**

মোহাম্দ রফিকুল ইসলাম

প্রধান শিক্ষক

তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আসছে একুশ ভাসছে নয়ন

কাঁদছে আমার মন

এই দিনেতে জান দিয়েছে

আমার ভাই ও বোন

মায়ের ভাষার মান রাখতে

দিয়েছে আপন প্রাণ

বিশ্বের কাছে উচু করেছে

বাঙ্গালী জাতির সন্মান।

আমরা হয়েছি

তাইতো স্বাধিন ।

**মুক্তা**

মোহাম্দ রফিকুল ইসলাম

প্রধান শিক্ষক

তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সব আছে তবুও মন ছিল অসীম শুন্যতায়,

আমাদের চোখে ভাল লাগল তোমায়।

তারপর ছবির মত ভাল লাগল তোমায়।

মন ছিল তন্ময়, এলোমেলো পথচলা সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি ।

মনে মনে খুঁজেছি তোমায়, ভেবেছি কে তুমি?

কে জানে ঝিনুকের মাঝে লুকিয়ে ছিল মুক্তা হেথায়”

লোহা নয়, তামা নয়, বন্দি তুমি মোর হৃদয়ের মাঝে মনের খাঁচায়,

তুমি মোর কবিতায় তুমি ছিলে কল্পনায়।

যে, খাঁচা ভেঙ্গে পালাতে পারেবে না তুমি,

তোমাকে জনমভর ধরে রাখিব আমি ।

রইল আঁকা চোখের সামনে ঐ মুখখানি রংতুলি দিয়ে।

**নবীন**

মোহাম্দ রফিকুল ইসলাম

প্রধান শিক্ষক

তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জাগো নবীন জাগো তরুন

নুতন আশা নিয়ে,

ধরাটাকে সাজাও এবার

নতুন স্বপ্ন দিয়ে।

সত্য ন্যায়ের পথে

গড়বো ধরাটাকে,

করবো ঘৃণা পাপকে

বাসবো ভালো সত্যকে।

তরুণরাই তো স্বপ্ন দেখায়

আনে বিজয় ছিনিয়ে,

বুকের যত তাজা রক্ত

তারাই তো দেয় বিলিয়ে ।

আসে যদি শত বাধা

তুচ্ছ তাদের কাছে-

ভয় করে না যত কথা

বলুক লোকে পাছে।

**মা মাটি আর মানুষ**

মো: রফিকুল ইসলাম - আমার কবিতা

মা, মাটি আর মানুষ আমার কবিতা,
মা হল আমার জীবন, মরণ

মা মাটি ও মানুষের আমি গাই গান,
মা আমার মাটি আমার স্বর্গের সমান।

মা, মাটি আর মানুষ, আমার জীবন
মাটি কে ভালবাসি, মায়ের মতন।
গাঁয়ে ছায়া আছে, আছে মাটির সুঘ্রাণ,
মাটিকে ভালবাসলে জাতির হবে কল্যাণ।

মায়ের ভালবাসার নাই যে তুলনা,
মা মাটি আর মানুষ, জীবন সাধনা।
মায়ের গান গায়, লেখনী আমার,
মা, মানুষ ভালবাসো, সোনার বাংলাদেশ।

জননী ও জন্মভূমি বড় স্বর্গ হতে,
মানুষেরে ভালবাসো সবে ভালমতে।

দেশ প্রেম হল বড় প্রেম ।

তাইতো দেশকে ভালবাসি সব সময়।

**আমার বাবা কৃষক**

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

আমার বাবা একজন আর্দশ কৃষক ছিল,

বার মাস করিত হাল চাষ

আবার রাতের বেলায় গাড়ি বাইতো

করিতো আয় হালাল পয়সা,

করিত কষ্টের আবাদ

তবু বার মাস থাকত অভাব
কর্ষিত জমির সমতলে যে ফসল ফলে
তার দানায় দানায়
লেগে রয়েছে আমার বাবার হাত,
ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যাবেলা
জল ঢালি আগাছা নিড়াই সযতনে
নীল নীল গাছগুলোয় হাওয়ায় লাগে দোলা,

আজও মনে পড়ে আউশ ধানের ভাতের কথা ও মাস কালাই ডাল,
কষ্টের আয় দিয়ে বছরে একবার দিত নতুন জামা,

কষ্টে আমাদের জীবন গড়া

আমার মা সারা রাত ঢেকিতে ধান বারাতে তৈরী করিত চাল

কষ্টে অর্জিত আউশের চালের ভাতের ফেন খাইতে লাগিত মজা,

কষ্টই আমাদের রক্ষাকবচ, কষ্টই তো সুখ
তাইতো আমার বাবা একজন আর্দশ কৃষক ।

**ফেলে আসা সেই দিন**

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

ফেলে আসা সেই দিন
আজও মনে পরে,
এতদিন যা করেছি
২৩ বছর ধরে।
মনে পরে সেই সব
কুডে ঘর দিয়ে স্কুল যাত্রা,
সবাই মিলে একত্র হয়ে
আজ চার তালা অট্রলিকা ভবন।
মনে পরে যায় সেই
একঘেয়ে বিনা বেতনে পড়ানোর অভ্যাস

শিক্ষকদের সাথে সাথে
ক্লাস পরিচালনার রেস।
সেইসময় কতই না কষ্ট করে

দিনগুলি করেছি পার

কতজন কত কথা বলেছে সারাক্ষন

মাঝে মাঝে মন করত খারাপ

এখন লাগে বেশ ভাল

কত ঝড় ঝাপটা এসছে,

করি নাই তো কোন ভয়

ছেলেমেয়েরা মাস্টারদের নানা নামে ডাকতো,

লাগতো তাই বেশ

ঠিক তাদের চরিত্রকে
ব্যাঙ্গ করার মতো।
শেষ হয়ে গেছে আজ
সেই দিন ক্ষণ,
সে আমার বড় প্রিয়
স্কুল জীবন।